সংলাপ কী রাজনৈতিক সমাধান দিতে পেরেছে?

রাজনীতিতে সংলাপ একটি চমৎকার শব্দ। যেকোন সংকট, সমস্যায় সংলাপের কথা হরহামেশাই শোনা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই সংলাপ বরাবরই সময়ক্ষেপণ ছাড়া অর্থবহ কোন সমাধান আনেনি। অতীত অভিজ্ঞতা তাই-ই বলে। দেশের রাজনীতি যখনই নির্বাচনমুখি হয়, তখনই সংলাপের কথা জোরোশোরে আলোচনা হয়।

২০০৬ সালে দেশ যখন নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে গভীর সংকটে নিমজ্জিত তখন দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল তৎকালীন ক্ষমতাসীন বিএনপি-জামায়াত জোট এবং প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের মধ্যে সংলাপ নিয়ে তুমুল আলোচনা হয়। দেশি-বিদেশি হস্তক্ষেপে ওই সময় প্রধান দুই দলের মহাসচিব ও সাধারণ সম্পাদক পর্যায়ে সংলাপ শুরু হয়।

বিএনপির পক্ষে দলের তৎকালীন মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া এবং আওয়ামী লগের সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুল জলিলের মধ্যে সংলাপ শুরু হয়। দিনে-রাতে, সকালে-বিকালে চলতে থাকে এই সংলাপ। পুরো দেশ তাকিয়ে দুই দলের শীর্ষ দুই নেতার দিকে। সংলাপ শেষে তারা আশার কথা শুনাবেন। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর হবে। শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সংঘাত-সংঘর্ষ এড়ানো যাবে। মানুষ হাঁসফাঁস অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু মান্নান-জলিল সংলাপে মানুষের সেই আশার প্রতিফলন ঘটেনি। দিনের পর দিন সংলাপ করে চায়ের টেবিলে ঝড় তুললেও সংকট সমাধানে কোনো কার্যকর সমাধান বের করতে পারেনি। এর প্রধান এবং একমাত্র কারণ ছিলো দুই দলের মহাসচিব ও সাধারণ সম্পাদক যার যার সিদ্ধান্তে অনঢ় থাকা।

এখানে বলে রাখা ভালো, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন করা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর দাবির মুখে বিএনপি ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির ভোটার বিহীন নির্বাচন করে মাত্র কয়েকদিনের জন্য সরকার গঠন করে। সেই সরকার বিরোধীদের দাবির মুখে সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস করে। এতে বলা হয়, পর পর তিনটি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে। এই বিল পাসের পর বিএনপি ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ সংসদ বিলুপ্ত করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। বিচারপতি

এবং ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ যেমন বিনাবাক্যে নির্ধারিত সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল, সেভাবে বিএনপি-জামায়াত জোট যদিও ২০০১ এ ক্ষমতা হস্তান্তর করতো তাহলে আজকের এই পরিস্থিতি তৈরি হতো না।

তাছাড়া, তত্ত্বাবধায় সরকার ব্যবস্থা যেহেতু উচ্চ আদালতই বাতিল করে দিয়েছে সেহেতু এই ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনারও কোনো সুযোগ নেই। এখন আলোচনা হতে পারে কিভাবে নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে এবং সকল দল ও ভোটারের অংশগ্রহণে শান্তিপূর্ণভাবে শেষ করা যায় সে নিয়ে। এর বাইরে নিরপেক্ষ সরকার বা এই জাতীয় কোনো ইস্যুতে আলোচনা বা সংলাপ গুরুত্ত্বহীন এবং কথার কথা।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।